তারিখ 23 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

দৈনিক বাংলা

৭৫
১৪

## মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

# অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার নিম্নমানই তীব্র ভর্তি সংকট সৃষ্টি করছে

**আবদাল আহমদ ঃ** *কোন্ স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করব? কোন্ স্কুলে মেয়েকে? যে স্কুলে ভর্তি করতে চাই, সেই স্কুলে কি পারব?*

*সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অভিভাবকদের এই মাথাব্যথা। সন্তান কোথায় পড়বে, কোন্ স্কুলটা ভাল, ভর্তি করার জন্য কাকে ধরাধরি করতে হবে ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তায় হিমশিম খান অভিভাবকরা। বিশেষ করে মহানগরী ঢাকায় এই সমস্যা নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ডিসেম্বর–জানুয়ারী মাস এলেই সন্তানের ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের ছুটতে হয় এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে।*

*মহানগরীর নামী–দামী স্কুলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করার জন্য ফর্ম আনতে প্রতি বছরের মত এবারও অন্ততঃ কয়েক হাজার অভিভাবক দৌড়াদৌড়ি করছেন স্কুলে স্কুলে।*

(৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

## অক্টোপাসের থাবা

(প্রথম পৃঃ পর)

অনেক ক্ষেত্রে ফর্ম আনতে হয়েছে লাইন দিয়ে। যত দিন যাচ্ছে, ততই ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করা আরও বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। কেউই একটি মাত্র স্কুলের ফর্ম এনে নিশ্চিত থাকতে পারছেন না। অন্ততঃ দু' তিনটি স্কুলে একই সঙ্গে 'অ্যাপ্লিকেশন' করতে চান সবাই, যাতে একটা না লাগলে আরেকটা লেগে যায়। ফর্ম যোগাড় কিন্তু এই দৌড়াদৌড়ির একাংশ মাত্র। এরপর আছে চার–পাঁচ বছরের সন্তানের হাত ধরে বাবা–মা'র স্কুলে স্কুলে যাওয়া, ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ–এর পর আবার দীর্ঘস্থায়ী টেনশন এবং অপেক্ষা–সিলেকটেড হবে তো? ফর্ম যোগাড় করার আগেও বাবা–মার দুশ্চিন্তা কম নয়। সে দুশ্চিন্তা হল স্কুলে ভর্তির জন্য ছেলেমেয়েকে ঠিকভাবে তৈরী করার ব্যাপার। কত ছুটোছুটি–দৌড়াদৌড়িই না বাবা–মাকে করতে হচ্ছে। কী প্রশ্ন আসতে পারে, কী ধরনের ইন্টারভিউ, কার কাছে 'টিউশন' নিলে ভর্তির ব্যাপারে খানিকটা নিশ্চিত হওয়া যায়–যে যেখানে খবর পান সেখানেই দৌড়াচ্ছেন। এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে বাবা–মা এবং শিশু সন্তানের ওপর যে অসম্ভব মানসিক চাপ পড়ে, লেখাপড়া যে স্রেফ আতংকে পরিণত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও যদি সন্তানকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করানো যায়. সেই আশায় অভিভাবকরা সহ্য.

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

## মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

(১-এর পৃঃ পর)

করেন এই কষ্ট।

আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজধানীর নামী–দামী স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। অনেক স্কুলে ইতিমধ্যেই ফর্ম দেয়া শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার জন্য সন্তানকে গড়ে তুলতে বাবা–মা রাতদিন খাটছেন। ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য একদিকে সন্তানকে কোচিং, অন্যদিকে 'হেডস্যার', 'বড় আপা, প্রিন্সিপ্যালের কাছে ধর্না দিচ্ছেন মা–বাবারা। কেউ কেউ উঁচু মহলেও তদবির শুরু করে দিয়েছেন।

রাজধানীতে প্রতি বছর ভর্তি সংকট প্রকট হয় কেন? মহানগরীতে যে সংখ্যক স্কুল রয়েছে তাতে ভর্তি সংকট হওয়ার কথা নয়। মহানগরীতে সরকারী বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৪৫৬টি। সরকারী–বেসরকারী হাইস্কুলের সংখ্যা ৩২৬টি। অনেক হাই স্কুলেই প্রাইমারী শাখা রয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্কুলকেই ঠিক স্কুল বলা যায় না। ঐসব স্কুল ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াতে অভিভাবকরা ভরসা পান না। প্রত্যেক অভিভাবকই চান তার সন্তানরা যাতে ভালভাবে শিখতে পারে। আর একটু ভাল শেখার জন্যেই অভিভাবকরা শরণাপন্ন হন গুটিকয়েক স্কুলের। এই স্কুলগুলোয় তুলনামূলকভাবে ভাল পড়াশুনা হয়। বৃত্তি ও এসএসসি পরীক্ষায় ঐ স্কুলগুলো ভাল ফল করে। ফলে অভিভাবকরা চান সন্তানদের ঐসব স্কুলেই ভর্তি করাতে।

দেখা গেছে, মহানগরীর ২৪টি সরকারী হাই স্কুলের মধ্যে সরকারী গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ ও গার্লস হাই স্কুল, মতিঝিল গভঃ বয়েজ হাই স্কুল, মতিঝিল গভঃ গার্লস হাই স্কুল, সরকারী কলেজিয়েট হাই স্কুলের প্রতি অভিভাবকরা খুব বেশী আগ্রহী। কারণ এই স্কুলগুলোই শিক্ষাদানে ভাল করছে। ফলে এগুলোতেই ভিড়। অপরদিকে ৩শ' বেসরকারী হাই স্কুলের মধ্যে ৬/৭টি বেসরকারী স্কুলে ছাত্র ভর্তি সমস্যা প্রকট। এগুলো রাজধানীর সেরা স্কুল। অভিভাবকরা চান তাদের সন্তানরা যাতে এ স্কুলে ভর্তি হতে পারে।

আমাদের অনুসন্ধানে যে বিষয়টা বেরিয়ে এসেছে তা হল স্কুলগুলোতে দু' ধরনের পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চলছে। কিছু স্কুলের শিক্ষা উন্নতমানের। বাকী স্কুলগুলোর শিক্ষা নিম্নমানের। ফলে নিম্নমানের স্কুলগুলোতে টাকা–পয়সা খরচ করে অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াতে রাজী নন। যদি স্কুলগুলোয় একই মানে শিক্ষাদান চলত, তাহলে এই সংকট হত না। অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তায় থাকতেন না।

শিক্ষার এই বৈষম্য হবে কেন? সরকারী স্কুলগুলোতে প্রত্যেক শিক্ষক–শিক্ষিকার তো একই বেতন স্কেল। তাহলে ৫টি সরকারী হাই স্কুল ভাল, বাকী ১৯টি খারাপ হবে কেন? এ বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন বলে অভিভাবকরা আশা করেন। কোন কোন স্কুলে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে চলবে তীব্র প্রতিযোগিতা, আবার কোন কোন স্কুল বিজ্ঞাপন দিয়েও ছাত্র পাবে না–এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

রাজধানীর নামী–দামী আট–দশটি স্কুলে সন্তান ভর্তি করানোর জন্যে অভিভাবকরা হন্যে হয়ে ঘুরছেন। এসব স্কুলের একটি সীট একজন অভিভাবকের কাছে 'সোনার হরিণ'।

ভিকারুন্নেসা গার্লস স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৬, ৮ ও ৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। প্রভাতী ও দিবা শাখায় ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রি শেষ হয়ে গেছে। ক্লাস ওয়ানের ৩০০টি আসনের জন্য সাড়ে তিন হাজারের বেশী আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আগামী ১১ জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়া হবে।

উদয়ন স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ১৫০টি সীটের জন্য সহস্রাধিক দরখাস্ত জমা পড়েছে। ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। হলিক্রস স্কুলে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ভর্তি পরীক্ষা হবে। সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলে ১ জানুয়ারী থেকে ভর্তির ফরম দেয়া হবে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা হবে ৮ জানুয়ারী। অগ্রণী গার্লস কলেজে শিশু শ্রেণীর ৪টি সেকশনে ২০০ ছাত্রী ভর্তি করা হবে। আগামী ৫ জানুয়ারী থেকে ভর্তি ফরম দেয়া হবে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল হাই স্কুলে তৃতীয় ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে। তৃতীয় শ্রেণীতে ৯০টি সীট। ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা। আইডিয়াল হাইস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ১৮০টি সীট। ১৫ শতাংশ সীট ডোনেশনে অর্থাৎ ২৬টি সীট। প্রার্থী ১৫ থেকে ২০ গুণ। ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। ইউনির্ভাসিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ৮০টি সীট, ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক–কর্মকর্তাদের সন্তানদের এবং ২০টি বাইরের। এ ২০টির জন্য তিনশ' দরখাস্ত।

বিশেষ কয়েকটি স্কুল ছাড়া মহানগরীর সরকারী–বেসরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদফতর থেকে ঘোষণা করা হয়। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ এখনও ঠিক করা হয়নি। জানুয়ারী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ২৪টি সরকারী স্কুলের প্রায় তিন হাজার আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।